بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূচনা

'যে আল্লাহর কাছে চায় না, আল্লাহ তার প্রতি রাগ করেন।' (তিরমিযী)

তাই আমাদের মহান আল্লাহর কাছে বিনয় ও শ্রদ্ধার সাথে সাহায্য চাইতে হবে।

দু'আ ইবাদতের মস্তিষ্ক। আল্লাহর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করতে দু'আর সাহায্য লাগে। মহাগ্রন্থ আল-কুরআনে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বহু দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। রাসূল (সা.) যত দু'আ করেছেন সবই রাসূল (সা.)-এর হাদীস হিসেবে সংরক্ষিত আছে। আল্লাহর কাছে বিশ্বাস নিয়ে এই সব দু'আ করতে হবে। রাসূল (সা.) বিভিন্ন সময় এভাবেই আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে দু'আ করেছেন।

আল্লাহর দরবারে আমরা যদি হাত তুলে কিছু চাই তখন তিনি আমাদের খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন। তাই পূর্ণ ইখলাস ও আন্তরিকতার সাথে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। রাসূল (সা.) বলেছেন, যে দু'আ করে আল্লাহ তার উপর খুশী হন।

আল্লাহর দরবারে যে দু'আ করে সে আল্লাহর একান্ত অনুগত বান্দা হিসেবে পরিগণিত হয়। তাই দু'আ করতে হবে সবসময়, ছোট বড় সব প্রয়োজনে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। এমনকি জুতার ফিতা ছিঁড়ে গেলেও ফিতার জন্য দু'আ করতে হবে। রাসূল (সা.) আমাদের জিহ্বাকে সারাক্ষণ আল্লাহর যিকিরে সিক্ত রাখতে বলেছেন।

পূর্বের এক জাতির তিন ব্যক্তি ঝড়ে গুহায় আশ্রয় নেন। পুণ্য কাজের নাম উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে মিনতি করে মুক্তি পান।

আল্লাহর কাছে চাইতে হবে চাওয়ার মতো। যায়িদ ইবনে হারিসা (রা.)-কে তায়েফ থেকে ফিরতে এক খচ্চর ওয়ালা হত্যা করতে চায়। তিনি দুই রাকআত নামায পড়ার সময় চান। নামায শেষে যখন তাকে হত্যা করতে যায় তখন সে আল্লাহর কাছে সাহায্য চেয়ে বলেন, 'ইয়া রহমানুর রহীম'। এভাবে তিনবার সাহায্য চান আর তিনবার হত্যা করতে যেয়ে কাফের পেছনে শুনতে পায় 'ওকে

মেরো না'। তৃতীয়বারে দ্রুতগামী ঘোড়ায় চড়ে এক ব্যক্তি এসে কাফের ব্যক্তিকে হত্যা করে বলল, আপনার প্রথম ডাকে আমি সপ্তম আকাশে। দ্বিতীয় ডাকে আমি প্রথম আকাশে এবং তৃতীয় ডাকে আমি আপনার সামনে। গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি করে আল্লাহর কাছে চাইতে হবে, তাহলেই বায়িদ (রা.)-এর মতো আবদার পূরণ হবে।

কবরে বা মাজারে কিছু চাওয়া, পীর কল্যাণ করতে পারে এসব বিশ্বাস করা শিরক। শুধু চাইতে হবে আল্লাহর কাছে।

দু'আর দ্বারা তাকদীরও বদলাতে পারে। তাই আল্লাহর কাছে চাইতে হবে কাতরভাবে বিনয়ের সাথে। সমগ্র জীবন আল্লাহর যিকিরে পরিপূর্ণ করতে হবে। নামাযের মধ্যে দু'আ বেশী কবুল হয়। সেজন্য প্রথমে নামায খুশূ'র সাথে আদায় করতে হয়। বিনয়াবনত সে নামাযের কথা আমার 'নামায মুমিনের চোখের মণি' বইয়ে উল্লেখ করেছি।

১৯৯৯ সালে আমি পড়ালেখা করতে খুলনা যাই। তখন আমার আব্বু মোঃ মনিরুজ্জামান আমাকে একটি উপদেশ দেন– 'সবসময় জিহ্বাকে আল্লাহর স্মরণে সিক্ত রাখবে।' খুলনায় এসে 'চরিত্র গঠনের মৌলিক উপাদান' বইটি হাতে পাই। সেখানে আল্লাহর সাথে সম্পর্কের জন্য 'সার্বক্ষণিক যিকির ও দু'আর কথা বলা আছে। সেখান থেকে শিখেছি প্রতিমুহূর্তে নিজের ঈমান, চরিত্র, সবর, তাওয়াক্কুল, সংযম ও নিয়মানুবর্তিতার দৃঢ়তা ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য চিন্তা ও চেতনার সাথে দু'আ করা। তখন থেকে দু'আ সংগ্রহের কাজ শুরু করি। সেখান থেকে কিছু বাছাইকৃত দু'আ নিয়ে এই বইটি সাজিয়েছি।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেন আমার ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে এই কাজ কবুল করেন এবং এই বইটি যেন আমার জিহ্বাকে সবসময় আল্লাহকে স্মরণ রাখতে সাহায্য করেন, সেই প্রার্থনা রাখি। এই বইটি তোহফা করছি আমার স্ত্রী শামীমা শিরীন শিউলী এবং পুত্র রাইয়ান রহমান নূরকে। 'হে আমাদের রব, আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের আমাদের চক্ষু শীতলকারী বানাও। আর আমাদের বানাও মুত্তাকিদের অগ্রগামী।' (সূরা আল ফুরকান : ৭৪)

মোঃ আব্দুর রহমান রনী

সূচিপত্র

১। আল্লাহর কাছে চাইতে হবে ॥ ৯
২। দু'আর শিষ্টাচার ॥ ১০
৩। দু'আ কবুলের সময়, অবস্থা, স্থান ও পরিস্থিতি ॥ ১৩
৪। যাদের দু'আ আল্লাহ কবুল করেন ॥ ১৫
৫। রোগ থেকে মুক্তির জন্য দু'আ ॥ ১৬
৬। দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির দু'আ ॥ ১৭
৭। সকাল-সন্ধ্যায় দু'আ ॥ ১৯
৮। কবরের আযাব থেকে মুক্তির দু'আ ॥ ২২
৯। 'সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি' দু'আ ॥ ২২
১০। আল্লাহর নিরানব্বই নাম ॥ ২৩
১১। শয়তানের প্ররোচনা থেকে মুক্তির দু'আ ॥ ২৩
১২। অনিদ্রার কবল থেকে মুক্তির দু'আ ॥ ২৩
১৩। পায়খানায় প্রবেশ ও বের হতে দু'আ ॥ ২৩
১৪। ঝড়-তুফানের সময় এ দু'আ করতে হয় ॥ ২৪
১৫। যানবাহনে আরোহণের দু'আ ॥ ২৪
১৬। যানবাহন থেকে নামার দু'আ ॥ ২৪
১৭। জ্ঞান বৃদ্ধি ও জিহ্বার জড়তা দূর করার দু'আ ॥ ২৪
১৮। দ্বীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার দু'আ ॥ ২৫
১৯। পিতা-মাতা ও সন্তানদের জন্য দু'আ ॥ ২৫
২০। সন্তান লাভের দু'আ ॥ ২৬
২১। সাইয়েদুল ইস্তেগফার (ক্ষমা প্রার্থনার সর্বশ্রেষ্ঠ দু'আ) ॥ ২৬
২২। শবে কদরের এ দু'আ বেশি বেশি পড়তে হবে ॥ ২৭
২৩। মাগফেরাত ও রহমত লাভের দু'আ ॥ ২৭
২৪। আমলের ত্রুটি দূর করার দু'আ ॥ ২৭
২৫। কঠিন কাজ সহজ করতে দু'আ ॥ ২৮

২৬। বৃষ্টির জন্য দু'আ ॥ ২৮
২৭। শত্রুর সম্মুখীন হলে দু'আ ॥ ২৮
২৮। শত্রুবেষ্টিত স্থানে আবদ্ধ হয়ে গেলে দু'আ ॥ ৩০
২৯। কোন বিপদগ্রস্তকে দেখলে এ দু'আ ॥ ৩০
৩০। শিশুর শেখা প্রথম দু'আ ॥ ৩১
৩১। যখন জাগার ইচ্ছা করলে এ দু'আ ॥ ৩১
৩২। মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ ॥ ৩২
৩৩। হালাল উপার্জনের দু'আ ॥ ৩২
৩৪। রোগ-ব্যাধি ও দারিদ্র্য দূর করার দু'আ ॥ ৩৩
৩৫। গুনাহ মাফের জন্য দু'আ ॥ ৩৪
৩৬। দু'আর শেষ বাক্য ॥ ৩৫
৩৭। সূরা ইয়াসীনের ফযিলত ॥ ৩৬
৩৮। সূরা আল-মুমিনের ফযিলত ॥ ৩৬
৩৯ 'চোখলাগা' থেকে নিরাপদ থাকার দু'আ ॥ ৩৬
৪০। শিরক থেকে বাঁচার দু'আ ॥ ৩৭
৪১। দু'আ কবুল হওয়ার দু'আ ॥ ৩৭
৪২। নামাযে তাকবীরে তাহরিমার পরে দু'আ ॥ ৩৮
৪৩। রুকু অবস্থায় দু'আ ॥ ৪০
৪৪। রুকু থেকে দাঁড়িয়ে দু'আ ॥ ৪০
৪৫। সিজদায় দু'আ ॥ ৪১
৪৬। দুই সিজদার মাঝের দু'আ ॥ ৪২
৪৭। তাশাহুদ ॥ ৪৩
৪৮। দরূদ শরীফ ॥ ৪৩
৪৯। শেষ বৈঠকে সালামের পূর্বের দু'আ ॥ ৪৩
৫০। সালাম ফিরাবার পর দু'আ ॥ ৪৫
৫১। বিতর নামাযের দু'আ কুনূত ॥ ৪৫
৫২। মজলিস থেকে উঠার দু'আ ॥ ৪৭
৫৩। ঘুমানোর এবং ঘুম থেকে জাগার দু'আ ॥ ৪৭

৫৪। হাজার আয়াত থেকে শ্রেষ্ঠ আয়াত ॥ ৪৭
৫৫। ক্ষতি থেকে বাঁচার দু'আ ॥ ৪৭
৫৬। কোথাও আগুন লাগলে করণীয় ॥ ৪৮
৫৭। হযরত আদম (রা.)-এর দু'আ ॥ ৪৮
৫৮। আসিয়া বিনতে মুযাহিম-এর দু'আ ॥ ৪৮
৫৯। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর দু'আ ॥ ৪৮
৬০। হযরত মূসা (আ.)-এর দু'আ ॥ ৪৯
৬১। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.)-এর দু'আ ॥ ৪৯
৬২। মুয়ায (রা.)-এর দু'আ ॥ ৪৯
৬৩। আয়েশা (রা.)-এর দু'আ ॥ ৪৯
৬৪। আনাস বিন মালেক (রা.)-এর দু'আ ॥ ৫০
৬৫। শরীরে বেদনা হলে দু'আ ॥ ৫১
৬৬। প্রত্যেক নামাযের পর দু'আ ॥ ৫১
৬৭। ইফতারের দু'আ ॥ ৫১
৬৮। ইফতারের পরের দু'আ ॥ ৫১
৬৯। সূরা বাকারার ফযিলত ॥ ৫২
৭০। আয়াতুল কুরসীর ফযিলত ॥ ৫২
৭১। বাকারার শেষ আয়াতদ্বয়ের ফযিলত ॥ ৫২
৭২। সূরা মুলকের ফযিলত ॥ ৫২
৭৩। সূরা হাশরের শেষ তিন আয়াত ॥ ৫৩
৭৪। সূরা কাহফের ফযিলত ॥ ৫৩
৭৫। সূরা মুমিনুনের প্রথম দশ আয়াত ॥ ৫৪
৭৬। সূরা তাকাছুর ॥ ৫৪
৭৭। সূরা কুরাইশ ॥ ৫৫
৭৮। সূরা যিলযাল, সূরা ইখলাস, সূরা কাফিরুন ॥ ৫৫
৭৯। বিচ্ছু দংশন করলে ॥ ৫৫
৮০। খাবার শুরু ও শেষ করে দু'আ ॥ ৫৫
৮১। ঘর থেকে বের হওয়ার দু'আ ॥ ৫৬

আল্লাহর কাছে চাইতে হবে

দু'আ অর্থ ডাকা, প্রার্থনা করা, কিছু চাওয়া, বিনীত নিবেদন করা ইত্যাদি। আল্লাহর কাছে কোন কিছু চাওয়াকে দু'আ বলে। আমাদের বহু অভাব বা প্রয়োজন আছে। সেগুলোর ব্যাপারে আল্লাহর কাছে আমাদেরকে চাইতে হবে। দুনিয়া ও আখিরাতের প্রয়োজন পূরণে যার আগ্রহ বেশী সেই কেবল রাতদিন আল্লাহর কাছে বেশী চায়। তাই আল্লাহ বলেছেন :

اُدْعُوْنِىْٓ اَسْتَجِبْ لَكُمْ.

অর্থ : 'তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দিবো।'

আল্লাহ তাঁর নবীকে লক্ষ্য করে বলেছেন :

وَاِذَا سَاَلَكَ عِبَادِىْ عَنِّىْ فَاِنِّىْ قَرِيْبٌ ط اُجِيْبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ.

অর্থ : 'যখন তোমার কাছে আমার কোন বান্দা আমার সম্পর্কে প্রশ্ন করে তখন তুমি বলো, আমি তাদের খুবই নিকটে এবং যখন কেউ আমাকে ডাকে (দু'আ করে) আমি তার ডাকে সাড়া দেই।' (সূরা আল বাকারা : ১৮৬)

আল্লাহর চেয়ে অধিক ওয়াদা পালনকারী কে আছে? তিনি দু'আ কবুল করার যে ওয়াদা করেছেন, সেই ওয়াদা পূরণ করেন। নোমান বিন বশীর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

اَلدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ.

অর্থ : 'দু'আই হচ্ছে ইবাদত।' (আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

আরেক হাদীসে রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন :

لَيْسَ شَيْئٌ اَكْرَمُ عَلَى اللّٰهِ مِنَ الدُّعَاءِ.

অর্থ : 'আল্লাহর কাছে দু'আর চাইতে বেশী সম্মানিত জিনিস আর কিছু নাই। (আহমাদ, তিরমিযী, হাকেম, ইবনে মাজাহ)

সাওবান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'দু'আ ছাড়া আর কোন কিছু তাকদীর পরিবর্তন করতে পারে না। নেক কাজ ছাড়া আর কোন কিছু

হায়াত বৃদ্ধি করতে পারে না এবং বান্দা নিজ গুনাহর কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়।' (ইবনে হিব্বান ও হাকেম)

আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোন মুসলমান যদি এমন দু'আ করে যাতে গুনাহ কিংবা আত্মীয়তার অধিকার ছিন্ন করার আহ্বান নেই, তাহলে আল্লাহ তাকে তিনটার যে কোন একটি বিনিময় দান করবেন: হয় সাথে সাথে তার দু'আ কবুল করবেন; না হয় আখেরাতের জন্য তা সঞ্চিত রাখবেন অথবা এ পরিমাণ ক্ষতিকর জিনিস থেকে তাকে হেফাযত করবেন। তখন সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তাহলে আমরা বেশী বেশী দু'আ করবো। তখন রাসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আল্লাহ সর্বাধিক দাতা।' (তিরমিযী, হাকেম)

নিজের জন্য দু'আ করার পাশাপাশি অন্যদের জন্যও দু'আ করা উচিত। নিজের আব্বা-আম্মা, ভাই-বোন, স্ত্রী-সন্তান, শ্বশুর-শাশুড়ি, দাদা-দাদি, নানা-নানি, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশীদের জন্য এবং সকল মুসলমান নর-নারীর জন্য দু'আ করা দরকার।

আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'সবচাইতে দ্রুত যে দু'আ কবুল হয় তা হচ্ছে, কোন ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করা।' (আবু দাউদ, তিরমিযী)

আবুদ দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'কোন মুসলমান ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার জন্য দু'আ করলে সেই দু'আ কবুল হয়। তার মাথার কাছে নিয়োজিত ফেরেশতা আমীন বলেন এবং বলেন, তোমার জন্যও অনুরূপ হউক।' (মুসলিম)

আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, 'তোমরা দু'আয় দুর্বল হয়ো না। কেননা দু'আর সাথে কেউ কখনও ধ্বংস হবে না।' (ইবনে হিব্বান ও হাকেম)

দু'আর শিষ্টাচার

১. আল্লাহর উদ্দেশ্যে মনকে নিখুঁত ও খাঁটি করা।

২. দু'আর শুরুতে আল্লাহর প্রশংসা করা।

আল্লাহর কাছে চাওয়ার আগে আল্লাহর প্রশংসা করার প্রধান উদাহরণ সূরা আল-ফাতিহা-তে পাওয়া যায়।

৩. রাসূল (সা.)-এর প্রতি দরূদ পাঠ করা।